গাংনীতে পাটখেতের সাথে শত্রুতা

জমি জমা সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে প্রতিপক্ষরা দেড় বিঘা জমির পাট খেত কেটে তছরুপ করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। রোববার সকালে ওই পাটখেতে গিয়ে তছরুপের ঘটনাটি দেখতে পান শহিদুল ইসলাম। ঘটনাটি ঘটেছে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হিন্দা মাঠে।
শহিদুল ইসলাম জানান, বর্তমানে তিনি চৌগাছা গ্রামে বসবাস করছেন। হিন্দা গ্রামে তার পরিবার সুত্রে পাওয়া হিন্দা মৌজার আর এস ১৪১২ নং খতিয়ান ভুক্ত ৬৭৬ নং দাগের সাত বিঘা জমিতে পাটের আবাদ করেছেন। উক্ত আবাদের একাংশ (প্রায় দেড় বিঘা) জমি নিজেদের বলে দাবী করেন হিন্দা পশ্চিমপাড়ার আমিরুল ইসলাম ওরফে আমির ও তার শ্যালক নজরুল। বিভিন্ন সময়ে তারা নানা ভাবে হুমকি ধামকি দিয়ে আসছিল। এরাই জমির পাটখেত নষ্ট করেছে বলে তিনি ধারণা করছেন।
শহিদুল ইসলাম আরো জানান, গত ২১/০৪/২১ তারিখে নজরুলও তার লোকজন শহিদুলের দু’টি স্যালোমেশিন ভেঙ্গে দেয় । পরে আদালতে জমির দখল নিতেও মামলা করে। এ নিয়ে গ্রামে কয়েকবার শালিস বৈঠক হলেও তা নিষ্পত্তি হয়নি।
স্থানীয়রা জানায়, মানুষে মানুষে শত্রুতার প্রতিশোধ নিতে ফসল তছরুপ একটি ন্যাক্কার জনক ঘটনা। এর বিচার না হলে কৃষকরা মাঠে আবাদ নিয়ে আতংকিত হয়ে পড়বে।
এ ব্যাপারে নজরুল ও আমিরুলের সাথে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাদের ব্যবহৃত মুঠো ফোন রিসিভ করেন নি।

গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান জানান, ফসল তছরুপের বিষয়ে লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মেহেরপুরে একদিনে করোনায় ছয় জনের মৃত্যু (আপডেট)

মেহেরপুরে করোনায় আক্রান্ত হয়ে একদিনে ছয় জনের মৃত্যু হয়েছে। ছয় জনই মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

রবিবার ভোরে জেনারেল হাসপাতালের করোনা ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মেহেরপুর সদর উপজেলার উজলপুর গ্রামের মেরিনা খাতুন (৩৫), মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস গ্রামের নজরুল ইসলাম (৫৫), সকাল ১০টার দিকে ও চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা এলাকার রোকনের স্ত্রী রিনা খাতুন (৪৫), এবং দুপুর ২টার দিকে মুজিবনগরের মহাজনপুর গ্রামের জহুরা খাতুন (৯০) মারা যান। একই দিন বিকেলে সদর উপজেলার আশরাফপুর গ্রামের মোহন আলী (৬০) ও মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর গ্রামের আব্দুল গফুর (৭০), মারা যান। এ নিয়ে জেলাতে করোনায় মেহেরপুরে মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়ালো ৪৬ জনে।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) মকলেছুর রহমান জানান, এই প্রথম একদিনে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ছয় জন মারা গেলেন। অধিকাংশ রোগী সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন। হাসপাতালে অক্সিজেনের কোন ঘাটতি নেই। কিন্তু সচেতনতার অভাবে শেষ সময়ে রোগীদের ভর্তি করাচ্ছেন। যাদের অক্সিজেন স্যাচুরেশন ৩০ থেকে ৪০ নেমে গেছে। ফলে চিকিৎসকদের করণীয় কিছুই থাকছে না।

আজ ননী গোপাল ভট্টাচার্যের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

মেহেরপুরের প্রবীণ ভাষা সৈনিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ত্ব ও মেহেরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক ননী গোপাল ভট্টাচার্যের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী আজ।
গত বছরের এই দিন বিকাল ৫টা ১০ মিনিটে তিনি বার্ধক্যজনিত কারণে নিজ শহরের হোটেলবাজারস্থ নিজ বাসভবনে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। প্রয়াত ননী গোপাল ভট্টাচার্যের ছেলে অঞ্চল ভট্টাচার্য জানান, করোনা মহামারির কারণে মৃত্যুবার্ষিকী কোন অনুষ্ঠান করা সম্ভব হলো না। তিনি সকলের কাছে তার বাবার জন্য প্রার্থনা কামনা করেছেন।

মেহেরপুরে করোনায় প্রাণ গেল আরও ৩ জনের

মেহেরপুরে করোনায় আক্রান্ত হয়ে তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। রবিবার ভোরে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের করোনা ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুইজনের ও সকাল ১০ টার দিকে আরও একজনের মৃত্যু হয়। মেহেরপুর সদর উপজেলার উজলপুর গ্রামের মেরিনা খাতুন (৩৫), মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস গ্রামের নজরুল ইসলাম (৫৫) ও চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গার রোকন এর স্ত্রী রিনা খাতুন (৪৫)। এ নিয়ে করোনায় মেহেরপুরে মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়ালো ৪৩ জনে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেন মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. মকলেছুর রহমান। এছাড়াও তিনি জানান, বর্তমানে হাসপাতালে ৩৯ জন করোনায় আক্রান্ত রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছে এবং হলুদ জোনে (করোনা উপসর্গ) আরও ১৬ জন চিকিৎসাধীন আছে।

গাংনীতে মুক্তিপণ না পেয়ে শিশু হত্যা, দু’জন আটক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মিনাপাড়া গ্রামে মুক্তিপণের দাবিতে আবির হোসেন (১২) নামের এক শিশুকে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে।

শনিবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে গাংনী থানা পুলিশের একটিদল সন্দেহভাজন হত্যাকারীদের তথ্যের ভিত্তিতে গ্রামের মাঠের একটি ধৈঞ্চা ক্ষেত থেকে আবিরের হাত বাঁধা লাশ উদ্ধার করে।

নিহত শিশু আবির হোসেন পার্শ্ববর্তী আলমডাঙ্গা উপজেলার সরিষাডাঙ্গা গ্রামের প্রবাসী আসাদুল হকের ছেলে। তার বাবা বিদেশ

থাকার সুবাদে ছোটবেলা থেকেই মিনাপাড়া গ্রামে তার নানা রেজাউল হকের বাড়িতে মায়ের সাথে থাকে। আবির হোসেন স্থানীয় মিনাপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির মেধাবী ছাত্র।

স্থানীয়রা জানান, শনিবার বিকেলে আবির নিখোঁজ হয়। বিকেল থেকে মধ্য রাত পর্যন্ত কোথাও আবিরের খোঁজ না পেয়ে পরিবারে হতাশা নেমে আসে। একপর্যায়ে গ্রামের একজন প্রত্যক্ষদর্শী জানায় যে,আবিরকে স্কুল ফিল্ড থেকে নূহু মেম্বরের ছেলে ও অন্যজন মোটর সাইকেল করে বিকেলে নিয়ে যেতে দেখেছে।এরই সূত্র ধরে সন্দেহভাজন দৃর্বৃত্তদের জিজ্ঞাসাবাদের এপর্যায়ে নিখোঁজের কারন জানতে পাওয়া যায়।

পরে স্থানীয় ক্যাম্প পুলিশ, গাংনী থানা পুলিশ ও ডিবি পুলিশের সদস্যরা নানাভাবে জিজ্ঞাসাবাদের পর তারা নিজেদের দোষ স্বীকার করে স্বীকারোক্তি দেয়। দোষীদের বর্ণনা মতে মিনাপাড়া গ্রামের মাঠের ধৈঞ্চা ক্ষেত থেকে আবিরের লাশ উদ্ধার করা হয়।একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে পাগলপ্রায় তার নানা রেজাউল হক ও মা রোজিনা খাতুন। এ ঘটনায় মিনাপাড়া গ্রামের নুহু মেম্বরের ছেলে হামিম হোসেন ওরফে নূর (১৫) ও একই গ্রামের মিরাজুল ইসলামের ছেলে মুজাহিদকে(১৫) আটক করা হয়েছে।এরা দুজনই স্থানীয় মিকুশিস মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। এরা বখাটে এবং মাদকাসক্ত ।এদের বিরুদ্ধে ছাত্রী উত্ত্যক্ত করা চুরি এবং নানা অপকর্মে জড়িয়ে থাকার অভিযোগ রয়েছে।

পারিবারিক সূত্রে আবিরের ছোট নানা জহুরুল ইসলাম জানায়,শনিবার সন্ধ্যার পর থেকেই আবিরের মোবাইল ফোন থেকে একটি অপহরণকারীদল তার মা ও বাবার মোবাইল নাম্বারে কল করে ১ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। তারা মুক্তিপন পেতে প্রবাসী আসাদুলের সাথে অগোছালো ভাবে মোবাইল ফোনে হিন্দা ভাষায় কথা বলে। যেটা ফোনের কল রেকর্ড থেকে পাওয়া গেছে। মুক্তিপণ দিয়ে হলেও ছেলেকে ফেরত পেতে আকুল মিনতি জানান আবিরের বাবা আসাদুল ইসলাম ও মা রোজিনা খাতুন। তবে শেষ পর্যন্ত মুক্তিপণ না পেয়ে শ্বাসরোধে আবিরকে হত্যা করে ধৈঞ্চা ক্ষেতে মরদেহ ফেলে দেয় অপহরণকারীরা পরে গাংনী থানা পুলিশ আবিরের লাশ রাতেই উদ্ধার করে।

গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান জানানআমি সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে রাতেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে সন্দেহভাজনদের জিজ্ঞাসাবাদ করি। তাদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী ঘটনার সাথে জড়িতদের আটক করা হয়েছে।লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়েছে।

দামুড়হুদায় এক সেনা সদস্যর বাড়ি ভাংচুর, মহিলাদের শ্লীলতাহানি ও মারপিটের অভিযোগ

দামুড়হুদা উপলেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের পীরপুরকুল্লা গ্রামে এক সেনা সদস্যর বাড়ি ঘর ভাংচুর সহ প্রতিবেশীর বাড়ি ভাংচুর, মহিলাদের শ্লীলতাহানি সহ মারপিট, নগদ টাকা লুট পাটের ঘটনা ঘটেছে।

জানাগেছে গত শুক্রবার দুপুরে কার্পাসডাঙ্গার পীরপুরকুল্লা গ্রামের খালপাড়ায় মহিলাদের ঝগড়া বিবাদের জের ধরে ঠাকুরপুর গ্রামের মজিবারের ২ ছেলে আশাদুল (৩৫) ও শহিদুল (৩০) সহ ১০/১২ জন দেশীয় অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে পীরপুরকুল্লা গ্রামের খাল পাড়ায় সেনাবাহিনীতে কর্মরত হাসিবুল ইসলাম পিতা সোহরাহ হোসেনের বাড়ী ভাংচুর সহ মহিলাদের মারধর এবং শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেন বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ।

শুধু তাই না, সেনা সদস্য হাসিবুল ও তার আপন বড় ভাই জসিম বাড়িতে না থাকায় জসিমের স্ত্রী শাহানাহ খাতুন (৩৫) ও তার নাবালিকা মেয়ে সপ্তম শ্রেনীর ছাত্রীকে বেদম মারপিট সহ শ্লীলতা হানির চেষ্টা করে বলে জানাগেছে। এসময় প্রতিবেশী মৃতঃ আঃ জলিলের ছেলে আফছার আলী
(৫০) ও তার স্ত্রী ও সন্তানরা বাধা দিতে গেলে তাদেরও মারপিট করে এবং বাড়ি-ঘর ভাংচুর সহ ঘর তৈরীর জন্য আলমারিতে রাখা নগদ তিন লক্ষ টাকা ছিনিয়ে নেয় ঠাকুরপুরের শহিদুল ও আশাদুলরা।

এদিকে সেনা সদ্যসর ভাই জসিমের সপ্তম শ্রেনীতে পড়ুয়া নাবালিকা মেয়ে ভয়ে বাকরুদ্ধ হয়ে পরেছে। জসিমের স্ত্রী শাহানাজও ভয়ে ভয়ে আছেন। স্বামী বাড়িতে না থাকায় শাহানাজ ও তার নাবালিকা মেয়ে থানায় কোন অভিযোগ করতে পারেননি।

আসলেই শাহানাজ ও তার নাবালিকা মেয়ের সাথে কি ঘটনা ঘটেছে পুলিশ সঠিক তদন্ত করলেই বেরিয়ে আসবে আসল রহস্য। ওদিকে উক্ত ঘটনায় আহত

আফছার, তার স্ত্রী ফাহিমা সহ কয়েক জন দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে চিকিৎসা নিয়ে ওই দিনই বাড়ি ফেরেন। এবং কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্পে একটি লিখিত অভিযোগ করেন। ঘটনা দুই দিন অতিবাহিত হলেও অভিযোগটি কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্প পর্যন্ত সীমাবদ্ধ আছে।

এব্যাপারে কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্পের আইসি এসআই জুয়েলের সাথে কথা বললে তিনি জানান, বিষয়টি আমি সঠিক তদন্ত করে আগামি কাল দামুড়হুদা মডেল থানায় নিয়মিত মামলার আবেদন করবো। বিষয়টি নিয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ আঃ খালেকের সাথে কথা হলে তিনি জানান, সঠিক তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যাবস্থা নেয়া হবে।

কুষ্টিয়ায় করোনা পজিটিভ ১৯৫! মৃত্যু ৫

কুষ্টিয়া গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৫জনের মৃত্যু হয়েছে। এবং নতুন করে আরও ১৯৫ জন (কোভিড-১৯) করোনা পজিটিভ শনাক্ত হয়েছে। গতকাল শনিবার রাতে সিভিল সার্জন কার্যালয় থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

সিভিল সার্জন ডাঃ এএইচএম আনোয়ারুল ইসলাম জানান, (গতকাল) ৫৭৭ টি নমুনার মধ্যে ১৯৫ টি পজিটিভ। যার মধ্যে পিসিআর ল্যাবে ৯৯ টি এবং এন্টিজেন টেস্ট ৪৭৮ টি নমুনার মধ্যে যথাক্রমে ১৯ টি এবং ১৭৬ টি পজিটিভ এসেছে। উপজেলা ভিত্তিক রিপোর্টে সদরে ৬৩ জন,কুমারখালি ৩৬ জন, দৌলতপুরে ২৪ জন, ভেড়ামারায় ২৯ জন,মিরপুর উপজেলায় ২২ জন, খোকসায় ২১ জন পজিটিভ এসেছে।

হাসপাতালে করোনায় আক্রান্ত এবং উপসর্গ নিয়ে রোগী ভর্তির সংখ্যা এখানে প্রতিনিয়ত বাড়ছে। চাপ সামলাতে স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীদের বেগ পোহাতে হচ্ছে। উপজেলা সদর এমনকি জেলার দূর-দূরান্ত থেকেও করোনা আক্রান্ত হয়ে এবং উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ছুটে আসছে। আপাতত হাসপাতালে চিকিৎসক ও জনবল যা আছে তা দিয়ে রোগীর চাপ সামাল দেয়া গেলেও এভাবে যদি চাপ বাড়তেই থাকে তাহলে অতিরিক্ত লোকবল প্রয়োজন

হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে হাসপাতালে অক্সিজেন সংকট দেখা দেয়ার আশঙ্কা রয়েছে জানিয়ে

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডাঃ তাপস কুমার সরকার বলেন, ‘যারা হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন তাদের প্রায় প্রত্যেকেরই অক্সিজেন সাপোর্ট দিতে হচ্ছে। এদিকে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট এই হাসপাতালটিতে এখন আর করোনা ছাড়া অন্য কোনো রোগী ভর্তি নেয়া হচ্ছে না। হাসপাতালটি করোনা ডেডিকেটেড ঘোষণা করে বহির্বিভাগ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। অন্য রোগীদের পার্শ্ববর্তী ডায়াবেটিস ও আদ্বদীন হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে বলা হচ্ছে।

এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় ৫৭৭টি নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে জেলায় নতুন করে ১৯৫ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে জেলায় করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭ হাজার ১৮৫ জনে। এর মধ্যে সুস্থ হয়েছেন পাঁচ হাজার ২৩৪ জন। মৃত্যের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮৬ জনে। নতুন করে আক্রান্তের তালিকা উপজেলা ভিত্তিক রিপোর্টে সদরে ৬৩ জন,কুমারখালি ৩৬ জন,দৌলতপুরে ২৪ জন, ভেড়ামারায় ২৯ জন, মিরপুর উপজেলায় ২২ জন, খোকসায় ২১ জন পজিটিভ এসেছে।

মেহেরপুরে হার্ট অ্যার্টাকে এক এসআই এর মৃত্যু

মেহেরপুরের সম্প্রতি যোগদানকৃত আবুল বাশার নামের এক এসআই হার্ট অ্যার্টাকে মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শনিবার সন্ধ্যার পর মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আবুল বাশার খুলনার তেরোখাদার লাল মোহাম্মদ খানের ছেলে। আবুল বাশার চলতি মাসের ২ তারিখে বাগেরহাট থেকে মেহেরপুরে লাইন ওয়ার হিসাবে যোগদান করেন।

জানা গেছে শনিবার বিকেলের দিকে আবুল বাশারের হার্ট অ্যাটাক করে। দ্রুত তাকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নেওয়ার পর সন্ধ্যা ৭ টার দিকে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিরুল ইসলাম জানান রাত ১১ টায় পুলিশ লাইনে জানাজা শেষে তার পরিবারের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হবে। আবুল বাশারের স্ত্রী, চার সন্তান সহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রয়েছে।

মেহেরপুরে ক্ষুদে ফুটবলারদের মাঝে ফুটবল বিতরণ

মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম এর উদ্যোগে শহরের বিভিন্ন ক্ষুদে ফুটবলারদের মাঝে ফুটবল বিতরণ করা হয়েছে।

শনিবার দুপুরের দিকে অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম উপস্থিত থেকে মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন এলাকায় ক্ষুদে ফুটবলারদের মাঝে ফুটবল বিতরণ করেন।

এ সময় সদর উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম, সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

চুয়াডাঙ্গায় কর্মহীন হয়ে পড়া মানুষের মাঝে চুয়াডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসন ও পৌরসভার পক্ষ থেকে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। শনিবার বিকেল সাড়ে চারটার সময় চুয়াডাঙ্গা উপজেলা চত্বরে এই ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহি অফিসার মোহাম্মদ সাদিকুর রহমান ও চুয়াডাঙ্গা পৌর মেয়র জাহাঙ্গীর আলম মালিক খোকন এর উপস্থিতিতে

এই ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার ২০৭ জন কর্মহীন বিভিন্ন পেশার চায়ের দোকানদার, ইজিবাইক চালক, মুচি, ঝুপরি দোকানদারদের মাঝে খাদ্য সামগ্রি বিতরন করা হয়। প্রতি প্যাকেট খাবারের মধ্যে ১০ কেজি চাউল, ২ কেজি আলু, ১ লিটার তেল, ১ কেজি ডাউল, ১ কেজি চিনি, সাথে মাস্ক দেওয়া হয়।

এ সময় উপজেলা নির্বাহি অফিসার মোহাম্মদ সাদিকুর রহমান বলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোঃ নজরুল ইসলাম সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার ভিতর কর্মহীন হয়ে পড়া অসহায় দুস্থ ও গরিব দের মাঝে এই ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে ।

তিনি আরো বলেন এই ত্রান বিতরন অব্যাহত থাকবে। লকডাউন এ ক্ষতিগ্রস্থ সবাই এ সহায়তার আওতায় আসবে। সবাই ঘরে থাকুন, সুস্থ থাকুন, বিনা প্রয়োজনে ঘর থেকে বের না হবার আহ্বান জানান।